রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বুধবার, জুন ২৬, ২০২৪

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

ঢাকা, ১২ আষাঢ়, ১৪৩১ মোতাবেক ২৬ জুন, ২০২৪

নিম্নলিখিত বিলটি ১২ আষাঢ়, ১৪৩১ মোতাবেক ২৬ জুন, ২০২৪ তারিখে জাতীয় সংসদে উত্থাপিত হইয়াছে:—

বা. জা. স. বিল নং ১১/২০২৪

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট আইন, ২০১০ এর অধিকতর সংশোধনকল্পে আনীত বিল

যেহেতু নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্যসমূহ পূরণকল্পে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট আইন, ২০১০ (২০১০ সনের ৫৯ নং আইন) এর অধিকতর সংশোধন সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু, এতদ্দ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল :—

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন।**—(১) এই আইন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট (সংশোধন) আইন, ২০২৪ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। **২০১০ সনের ৫৯ নং আইনের ধারা ২ এর সংশোধন।**—আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট আইন, ২০১০ (২০১০ সনের ৫৯ নং আইন) অতঃপর উক্ত আইন বলিয়া উল্লিখিত, এর ধারা ২ এর—

(ক) দফা (৫) এরপর নিম্নরূপ নূতন দফা (৫ক) ও (৫খ) সন্নিবেশিত হইবে, যথা:—

"(৫ক) **"ট্রাস্ট তহবিল"** অর্থ ধারা ১১ক এর উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ভাষা গবেষণা ট্রাস্ট তহবিল;

(৫খ) **"তফসিলি ব্যাংক"** অর্থ Bangladesh Bank Order, 1972 (President's Order No. 127 of 1972) এর Article 2 (j) তে সংজ্ঞায়িত Scheduled Bank";"; এবং

মূল্য : টাকা ৮·০০

(খ) দফা (৬) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ দফা (৬) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"(৬) **"তহবিল"** অর্থ ধারা ১১ এ উল্লিখিত ইনস্টিটিউটের তহবিল এবং ধারা ১১ক এর উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত ট্রাস্ট তহবিল;" এবং

৩। **২০১০ সনের ৫৯ নং আইনের ধারা ৭ এর সংশোধন**।—উক্ত আইনের ধারা ৭ এর দফা (২২) এর পর নিম্নরূপ নূতন দফা (২২ক) এবং (২২খ) সন্নিবেশিত হইবে, যথা:—

"(২২ক) এই আইনের বিধান অনুযায়ী তহবিলের আয়-ব্যয় সংরক্ষণ, পরিচালনা ও তত্ত্বাবধান করা;

(২২খ) বঙ্গবন্ধু ভাষা গবেষণা ট্রাস্ট পরিচালনা ও তত্ত্বাবধান।

৪। **২০১০ সনের ৫৯ নং আইনের ধারা ৮ এর সংশোধন**।—উক্ত আইনের ধারা ৮ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ ধারা ৮ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"৮। **পরিচালনা বোর্ড**।—(১) পরিচালনা বোর্ড নিম্নরূপ সদস্য সমন্বয়ে গঠিত হইবে, যথা:—

(ক) মন্ত্রী, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, যিনি উহার চেয়ারম্যানও হইবেন;

(খ) প্রতিমন্ত্রী বা উপমন্ত্রী, শিক্ষা মন্ত্রণালয়;

(গ) সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ;

(ঘ) সচিব, অর্থ বিভাগ;

(ঙ) সচিব, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়;

(চ) সচিব, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়;

(ছ) সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়;

(জ) মহাপরিচালক, বাংলা একাডেমি;

(ঝ) ডেপুটি সেক্রেটারি, জেনারেল, বাংলাদেশ ইউনেস্কো জাতীয় কমিশন, ঢাকা;

(ঞ) সভাপতি, ফেডারেশন অব বাংলাদেশ চেম্বার্স অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ (এফবিসিসিআই);

(ট) বাংলাদেশে ইউনেস্কোর অফিস প্রধান;

(ঠ) সরকার কর্তৃক মনোনীত অন্যূন ২ (দুই) জন ভাষা শিক্ষা বিশেষজ্ঞ; এবং

(ড) পরিচালক, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট, যিনি উহার সদস্য-সচিবও হইবেন।

(২) উপ-ধারা (১) এর দফা (ঠ) এর অধীনে মনোনীত সদস্যগণ তাহাদের মনোনয়নের তারিখ হইতে ৩ (তিন) বৎসরের জন্য স্বীয় পদে বহাল থাকিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার উক্ত মেয়াদ শেষ হইবার পূর্বে, যে কোনো সময়, কোনো কারণ না দর্শাইয়া তাহাদের মনোনয়ন বাতিল করিতে পারিবে এবং তাহারা ও সরকারের উদ্দেশ্যে স্বীয় স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে যে কোনো সময় স্বীয় পদত্যাগ করিতে পারিবেন।

৫। **২০১০ সনের ৫৯ নং আইনে নূতন ধারা ১১ক এর সন্নিবেশ**।—উক্ত আইনের ধারা ১১ এর পর নিম্নরূপ নূতন ধারা ১১ক সন্নিবেশিত হইবে, যথা:—

"১১ক। ট্রাস্ট তহবিল।—(১) ইনস্টিটিউটের বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ভাষা গবেষণা ট্রাস্ট তহবিল নামে একটি তহবিল থাকিবে এবং উহা নিম্নরূপ দুইটি অংশে বিভক্ত থাকিবে, যথা:—

(ক) স্থায়ী তহবিল; এবং

(খ) চলতি তহবিল।

(২) উপ-ধারা (১) এর দফা (ক) এ উল্লিখিত স্থায়ী তহবিলে, অতঃপর স্থায়ী তহবিল বলিয়া উল্লিখিত, নিম্নবর্ণিত অর্থ জমা হইবে, যথা:—

(ক) সরকার কর্তৃক প্রদত্ত এককালীন অনুদান;

(খ) সরকার কর্তৃক সময় সময়, প্রদত্ত মঞ্জুরী ও অনুদান;

(গ) স্থায়ী তহবিলের অর্থ বিনিয়োগ হইতে প্রাপ্ত আয় বা মুনাফা; এবং

(ঘ) সরকার কর্তৃক অনুমোদিত অন্য কোনো উৎস হইতে প্রাপ্ত অর্থ।

(৩) স্থায়ী তহবিলের বিনিয়োগকৃত অর্থ হইতে প্রাপ্ত আয় বা মুনাফা উপ-ধারা (১) এর দফা (খ) এ উল্লিখিত চলতি তহবিলে, অতঃপর চলতি তহবিল বলিয়া উল্লিখিত, জমা প্রদান করা যাইবে।

(৪) উপ-ধারা (৩) এ উল্লিখিত স্থায়ী তহবিলের বিনিয়োগকৃত অর্থ হইতে প্রাপ্ত আয় বা মুনাফার কি পরিমাণ অংশ চলতি তহবিলে জমা প্রদান করা যাইবে তাহা সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হইবে।

(৫) স্থায়ী তহবিলের অর্থ যে কোনো তফসিলি ব্যাংকে জমা রাখিতে হইবে এবং বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে উহা পরিচালিত হইবে।

(৬) চলতি তহবিলে নিম্নবর্ণিত অর্থ জমা হইবে, যথা:—

(ক) সরকার কর্তৃক প্রদত্ত মঞ্জুরি বা অনুদান;

(খ) সরকারের অনুমোদনক্রমে কোনো স্থানীয় কর্তৃপক্ষ, ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান;

(গ) সরকারের অনুমোদনক্রমে কোনো বিদেশি সরকার, আন্তর্জাতিক সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান হইতে গৃহীত দান, সাহায্য, ঋণ বা মঞ্জুরি;

(ঘ) চলতি তহবিলের অর্থ বিনিয়োগ হইতে প্রাপ্ত আয় বা মুনাফা;

(ঙ) উপ-ধারা (৩) ও (৪) এর বিধান অনুযায়ী নির্ধারিত আয় বা মুনাফার অংশ; এবং

(চ) সরকার কর্তৃক অনুমোদিত অন্য কোনো উৎস হইতে প্রাপ্ত অর্থ।

(৭) চলতি তহবিলের অর্থ নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্যে ব্যয় করা যাইবে, যথা:—

(ক) বাংলা ভাষাসহ পৃথিবীর অন্যান্য ভাষা আন্দোলন বিষয়ে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা;

(খ) বাংলা ভাষাসহ পৃথিবীর অন্যান্য ভাষা গবেষণা ও ভাষা শিক্ষা বিস্তারের উদ্দেশ্যে বৃত্তি বা ফেলোশিপ, অনুদান, প্রশিক্ষণ প্রদান ও অনুরূপ কার্যাবলি সম্পাদন;

(গ) দেশ ও বিদেশের বিপন্নপ্রায় ও লিখন-রীতিহীন ভাষাসমূহ সংগ্রহ, সংরক্ষণ, উন্নয়ন ও প্রমিতায়নে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনার লক্ষ্যে আর্থিক অনুদান প্রদান;

(ঘ) বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদ কার্যক্রম সম্পাদনে সহায়তা প্রদান;

(ঙ) ইনস্টিটিউটের গ্রন্থাগার, বিশ্বের লিখন-রীতি আর্কাইভ ও ভাষা জাদুঘর সমৃদ্ধকরণের লক্ষ্যে আর্থিক ও কারিগরি সহায়তা প্রদান;

(চ) ইনস্টিটিউট কর্তৃক পরিচালিত গবেষণা কার্যক্রমে সার্বিক সহায়তা প্রদান; এবং

(ছ) এই উপ-ধারার উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় অন্যান্য কার্যক্রম সম্পাদন।

(৮) চলতি তহবিলের অর্থ যে কোনো তফসিলি ব্যাংকে জমা রাখিতে হইবে এবং বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে উহা পরিচালিত হইবে।

(৯) ট্রাস্ট তহবিলের অর্থ সরকার কর্তৃক অনুমোদিত খাতে বিনিয়োগ করা যাইবে।"।

উদ্দেশ্য ও কারণ সংবলিত বিবৃতি

❖ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২০২০ সালে মহান শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের অনুষ্ঠানে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটে গবেষণাবৃত্তি (fellowship) প্রদান ও ভাষাশিক্ষা (Language Learning) কার্যক্রম সম্পাদনের জন্য ট্রাস্ট গঠনের ঘোষণা প্রদান করেন।

❖ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অনুরূপ ঘোষণার আলোকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটে 'ভাষা-গবেষণা ট্রাস্ট' স্থাপনের নিমিত্ত 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট আইন, ২০১০' সংশোধনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়।

❖ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে মর্যাদা অর্জনের আন্দোলনের সূচনা করেন। তাই ভাষা গবেষণা ট্রাস্ট বঙ্গবন্ধুর নামেই হওয়া সমীচীন বিধায় খসড়া আইনে 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ভাষা-গবেষণা ট্রাস্ট' নামকরণের প্রস্তাব করা হয়। ট্রাস্টের উক্ত নামকরণের বিষয়ে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেমোরিয়াল ট্রাস্ট-এর অনুমোদন গ্রহণ করা হয়েছে।

❖ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট আইন, ২০১০-এ ২৩টি ধারা রয়েছে। বিদ্যমান আইনের ধারা-২ এর দফা (৫) এর পর নূতন দফা (৫ক) ও (৫খ) সন্নিবেশ হবে এবং ধারা-২ এর দফা (৬) এর পরিবর্তে নূতন দফা (৬) প্রতিস্থাপিত হবে। প্রস্তাবনায় ধারা ৭-এর দফা ২২-এর পর নূতন দফা ২২(ক) এবং ২২(খ) সন্নিবেশ করা হবে। ধারা ৮ এর পরিবর্তে নূতন ধারা ৮ প্রতিস্থাপিত হবে। এছাড়া ধারা ১১-এর পর নূতন ধারা ১১ক সন্নিবেশের প্রস্তাব করা হয়েছে।

❖ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণার পরিপ্রেক্ষিতে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট (সংশোধন) আইন, ২০২৪ বিল আকারে প্রস্তাবক্রমে জাতীয় সংসদে উপস্থাপন করা হলো।

মহিবুল হাসান চৌধুরী
ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী।

কে, এম, আব্দুস সালাম
সিনিয়র সচিব।

মোঃ তাজিম-উর-রহমান, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ নজরুল ইসলাম, উপপরিচালক (উপসচিব) বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd